আমাদের অর্জন সমুহ

স্বাস্থ্য খাতের অগ্রগতির চিত্র

রাজশাহী জেলা সহ সারা দেশে স্বাস্থ্যখাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য

স্বাস্থ্য খাতে বর্তমান সরকারের সাফল্য উল্লেখ করার মত। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন ঃ জাতিসংঘ, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা, ইউনিসেফ, বিশ্বব্যাংক সহ বিভিন্ন সংস্থার তদন্ত ও গবেষণা প্রতিবেদনে তা উঠে এসেছে।

বর্তমান সরকারের সময়ে যে সব বিষয়ে স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন হয়েছে তা সংক্ষেপে সমগ্র দেশের এবং সার্বিক ভাবে রাজশাহী জেলার স্বাস্থ্য চিত্রের পরিসংখ্যান তুলে ধরার চেষ্টা করছি ঃ

মাঠ পর্যায়ে জনগনের বাড়ীতে বাড়ীতে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য চালু করা হয়েছে কমিউনিটি ক্লিনিক।প্রতি ৬,০০০ জনগোষ্ঠির জন্য ১৩,৫০০ টি ক্লিনিকের মধ্যে ইতি মধ্যেই ১২,২৪৮ টি চালু করা হয়েছে। এসব ক্লিনিকের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য ১৩,২৪০ জন CHCP নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
CHCP দের সাথে স্বাস্থ্য পরিদর্শক, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, FWV, FWA, FPI ইত্যাদি ও প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত জনশক্তি কমিউনিটি ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছে। এখানে রয়েছে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য সেবা, চিকিৎসা শিক্ষা, টিকাদান কর্মসূচী, পরিবার পরিকল্পনা সহ সকল ধরনের প্রথমিক স্বাস্থ্য সুবিধাদি। কোন কোন ক্লিনিকে স্বাভাবিক প্রসবের সুবিধাও চালু রয়েছে। এখানে রয়েছে ৩০ ধরনের ঔষধ, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম, মোবাইল ফোন - যা দিয়ে e Health সুবিধাও প্রদান করা হচ্ছে। জনগনের অংশগ্রহন বাড়ানোর জন্য রয়েছে স্থানীয় পর্যায়ে ১৫/১৭ সদস্যের ব্যবস্থাপনা কমিটি। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বিভিন্ন সূচক উন্নয়নে কমিউনিটি ক্লিনিক সফলতার স্বাক্ষর রাখছে। এসব কেন্দ্রে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জনের বেশী সেবা গ্রহন করছে। এই সেবা কেন্দ্র থেকে এখন পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ এর অধীক মানুষ চিকিৎসা সেবা নিয়েছে। এই হার প্রতিদিন স্রোতের মত বাড়ছেই। তাই বিশ্ব সাস্থ্য সংস্থা, বিভিন্ন NGOs কমিউনিটি ক্লিনিকের সাথে কাজ করা শুরু করেছে এবং বর্তমান সরকারের এই পদক্ষেপ অত্যন্ত সফল ও বাস্তব সম্মত বলে স্বীকৃতি পেয়েছে।

রাজশাহী জেলার ০৯ টি উপজেলায় মোট ২৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক রয়েছে এবং সেখানে ২৩৬ জন CHCP নিরলস ভাবে স্থানীয় পর্যায়ে প্রান্তিক জনসাধারনের চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করছে। ২০১৪ ইং বছরে ০৯ টি উপজেলায় মোট ২৩৫ টি কমিউনিটি ক্লিনিক হতে মোট ২৭,১৪,১৪০ জন (নারী-পুরুষ) চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন। আরো উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে উক্ত কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো হতে ২২,৮৩৩ জন রোগী রেফার্ড করা হয়। উক্ত বছরে Meternal Health Service প্রদান করা হয় ৬২,৪৩৩ জন সেবাগ্রহীতাকে। ৩৭ জন নারীর নরমাল ডেলিভারী করানো হয়, এ সংখ্যা সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও ঐকান্তিক ইচ্ছায় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান করা হয় ১,৩০,০৭২ জন সেবা গ্রহীতাকে।
০৫ বছরের নীচের শিশুদের Child Health & Nutrition সেবা প্রদান করা হয় ৪,২৭,৬৪৫ জনকে। ঐ বছরেই স্বাস্থ্য শিক্ষা বিষয়ের উপর সচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয় ২৫,২০৫ টি প্রায়।

সিভিল সার্জন অফিস ও এর আওতাধীন ০৯ টি উপজেলার সকল সরকারী স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের সংগে সমন্বয় করে কমিউনিটি ক্লিনিকের উপরিউক্ত লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে সিসির সার্বিক চাহিত সাফল্য অর্জনের গতিশীল ধারাবাহিকতা সিভিল সার্জন অফিস, রাজশাহী এর সরাসরি **Monitoring & Suppervition** এর ফলে ইতোমধ্যেই২৩৫ টি সিসিতে ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে। ২৩৫ টি সিসিতে ১৯,৬০,৫৩৭ টাকা কমিউনিটি গ্রুপের সদস্য, গ্রামের জনগন, ইউপি এবং অন্যান্য উৎস থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। ২৩৫ টি সিসির বার্ষিক স্থানীয় পরিকল্পনা তৈরী করা হয়েছে। ইউপির সাথে প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ বৃদ্ধি সহ ৪২ টি সিসির নলকুপ মেরামত, ৬৩ টি স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা মেরামত, ১১০ টি সিসির বেড়া নির্মান এবং ৪০ টি সিসির মেঝে ইউপির সহায়তায় মাটি ভরাট ও উঁচু করা হয়েছে। স্থানীয় জনগনের অংশগ্রহন বৃদ্ধি পেয়েছে।।

রাজশাহী জেলার ০৯ টি উপজেলায় ৪১ টি **ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র** রয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে জনসাধারন উক্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্র গুলি হতে নিয়মিত সেবা পেয়ে আসছে। জেলায় ০৯ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মধ্যে ০৮ টির শয্যা সংখ্যা ৩১ থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়েছে ।

জেলা পর্যায়ে ৩টি৫০ শয্যার হাসপাতালকে ১০০ শয্যায় এবং ৫টি ১০০ শয্যার হাসপাতালকে ২৫০ শয্যায় উন্নিত করা হয়েছে। এছাড়াও ৩টি জেলা সদর হাসপাতালে সিসিইউ চালু করা হয়েছে এবং সকল জেলা হাসপাতালে সিসিইউ চালু করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

রাজশাহী জেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলির সেবার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপারেশন থিয়েটারগুলো আধুনিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে সজ্জিত করার ফলে সময়োপযোগী সফল অস্ত্রপচার ও পরবর্তী সেবা সহজতর এবং নিশ্চিত সম্ভব হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা সম্প্রসারনের লক্ষ্যে অন্ধত্ব নিবারনে ৬ মাস থেকে ৫ বছরের শিশুদের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো ৯৫% কভারেজ করা হয়েছে।

রাজশাহীতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলির মধ্যে ০২ টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে (বাগমারা ও চারঘাট) **ইওসি বা জরুরী প্রসূতি সেবা** প্রদান চালু আছে। আগামীতে অন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলিও পর্যায়ক্রমে এর আওতাভূক্ত হবে। EPI(Expanded Program on Immunization) স্বাস্থ্য বিভাগে বাংলাদেশের এক অনন্য উদাহরন যা মা ও শিশুর মৃত্যু হার উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে এবং সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও যুগান্তকারী কর্মসূচী। অত্র রাজশাহী জেলায় কার্যক্রমও চোখে পড়ার মত-
০-১১ মাস বয়সী শিশুদের নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রের (১৭৮৬) মাধ্যমে ঃ- **BCG – 98%,**
Penta 2 – 100%, Penta 3 – 99%, Measless Rubela – 98%, Measless 2 – 95%, টিকা

প্রদান করা হয়েছে। ১৫-৪৯ বছর মহিলাদের বিভিন্ন ডোজের ১৪,০১৮৯ জনকে T.T. টিকা প্রদান করা হয়। ২০১৪ ইং সালে জাতীয় পর্যায়ে “জাতীয় টিকা দিবস ও হাম-রুবেলা ক্যাম্পেইন” অনুষ্ঠিত হয়, যার ব্যপ্তিকাল ছিল ২৫ জানুয়ারী থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। অত্র রাজশাহী জেলার অর্জন ছিল ঈর্ষান্বিত। ০-৫৯ মাস বয়সী ২,৪৯,৭৭০ জন শিশুকে টিকা প্রদান করা হয় এবং ০৯ মাস-১৫ বছর বয়সী ৬,৮৪,৯২৩ জন শিশুকে ২,৬৩২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ১,৮৭০ টি EPI টিকাদান কেন্দ্রের মাধ্যমে টিকা প্রদান করা হয় যা এই উপমহাদেশে যুগান্তকারী বাংলাদেশের অর্জন।

২০০০ সালে জাতিসংঘের ১৮৯ টি সদস্য দেশ মহাসম্মেলনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক “Millennium Development Goals” বা “সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা” ঘোষনা করে। MDGs তে যে ৮টি উন্নয়নের ক্ষেত্র ঘোষনা করা হয়েছে তার ১, ৪, ৫, ৬ এবং ৭ সহ ৫টি ক্ষেত্রই স্বাস্থ্য খাতের সাথে সম্পর্কিত। জাতিসংঘের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা এবং বর্তমানে বাংলাদেশের অগ্রগতির চিত্র এরুপঃ

১ নং ক্ষেত্রে অর্থাৎ অতি দারিদ্র দূরীকরণ ও ক্ষুধা নিবারনে MDGs এর লক্ষ্যমাত্রা ২০১৫ সালের মধ্যে ৫০% উন্নয়ন। বাংলাদেশে স্বাভাবিক ওজনের বাচ্চার জন্মদানে ৪৭% অগ্রগতি এবং পরিমিত আহার ও ক্যালোরী গ্রহনে ৩৯% অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে।

৪ নং অর্থাৎ শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে MDGs এর লক্ষ্যমাত্রা ৫ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার ২০১৫ সালের মধ্যে ৬৬% কমানো। কিন্তু বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই সেটা ৭১% কমিয়ে এনে সেই লক্ষ্যমাত্রাকে অতিক্রম করে ফেলেছে। এজন্য জাতিসংঘ কর্তৃক বাংলাদেশকে পুরস্কৃত করা হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালে এ পুরস্কার গ্রহণ করেন। এছাড়াও আমরা ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক “পোলিও মুক্ত বাংলাদেশ” এর স্বীকৃতি ও সার্টিফিকেট অর্জন করেছি।

প্রধানমন্ত্রী তনয় সজীব ওয়াজেদ জয় এর হাত ধরে “ডিজিটাল বাংলাদেশ” কার্যক্রম এগিয়ে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রনালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সহ সকল দপ্তর নিজস্ব ওয়েব সাইটের মাধ্যমে অত্র দপ্তরের যাবতীয় কার্যক্রম ও তথ্য জনগনকে পৌছে দিচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে একটি সমন্বিত ও কার্যকর সেবায় রুপান্তরের জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস বিভাগ দারুন দক্ষতা দেখাচ্ছে। প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানকে এই নেটওয়ার্কের আওতায় এনে সর্বচ্ছ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় কার্যক্রম ডিজিটালাইজ করে দ্রুত ও স্বচ্ছ ভর্তি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীর যাবতীয় তথ্য এইচআরএম ডাটাবেস এ সংরক্ষণ করে তাদের বদলী, পদায়ন, পদন্নতি ও দক্ষতা সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ফিঙ্গার প্রিন্ট মেসিন স্থাপন করে উপস্থিতি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, নিরাপদ গর্ভধারন ইত্যাদি সেবা সহজলভ্য করার জন্য মোবাইল ফোন সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৩টি স্থানে টেলিমেডিসিন কেন্দ্র চালু আছে। এসব টেলিমেডিসিন কেন্দ্রের মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ ঢাকা না গিয়েও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল, হৃদরোগ হাসপাতাল, কিডনী হাসপাতাল, সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল, ক্যান্সার হাসপাতাল সহ বিশেষায়িত হাসপাতালের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ ও চিকিৎসা নিতে পারছেন। টেলিমেডিসিন হল বড় টিভি পর্দার মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ। প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ওয়েব ক্যাম সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারা জীবনের শারীরিক প্রতিবেদন, করনীয়, চিকিৎসা পরামর্শ ইত্যাদি নিশ্চিত করার জন্য একটি ডাটাবেস ও সফটওয়ার প্রায় প্রস্তুত হয়ে গিয়েছে। এটা চালু করা গেলে সকল মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়। সরকারী পর্যায়ে তথ্য প্রযুক্তির সফল প্রয়োগের স্বীকৃতি স্বরুপ জাতিসংঘ ১৯ সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে “ডিজিটাল হেলথ ফর ডিজিটাল ডেভেলপমেন্ট” পুরস্কারে ভূষিত করে।

স্বাস্থ্য খাতে বাংলাদেশের অগ্রগতি হয়েছে ঈর্ষনীয়। বিশ্বজুড়ে স্বীকৃত মেডিকেল জার্নাল The Lancet এবিষয়ে ২৫ টির মতো গবেষণা প্রতিবেদন ছাপিয়েছে। এই জার্নালের ভলিউম ৩৮২, ইস্যু ৯৯০৬, নভেম্বর ২০১৩ এর গবেষণা প্রতিবেদনে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের যুগান্তকারী ও প্রভূত উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এই উন্নয়নের সূচক ভারত ও পাকিস্থানকে অতিক্রম করেছে এবং জাপানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। গড় আয়ু বেড়েছে ৬৮.৩ বছর, মাতৃমৃত্যু কমেছে ৭৫%, শিশু মৃত্যুর হার কমেছে ৭১%। উনিশ শতকে জাপানের পর এমন উন্নয়নের ইতিহাস আর কোন দেশ অর্জন করতে পারেনী। স্বাস্থ্য সেবার প্রতিটি খাতেই বাংলাদেশ প্রভূত উন্নয়ন করেছে ঐ সাময়িকীর গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে।

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য খাতের এই উন্নয়ন ও বৈপ্লবিক অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে বর্তমান সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা ও নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে। এই উন্নয়নের ধারাকে অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে “সোনার বাংলার” অভীষ্ট লক্ষ্যে।

স্বাস্থ্য সেবায় অর্জন সমূহ:

বাংলাদেশে স্বাস্থ্য সেবায় সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাত, বিভিন্ন এনজিও ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান কাজ করছে। সরকারি খাতে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় নীতি প্রণয়ন, পরিকল্পনা এবং ব্যষ্টিক এবং সামষ্টিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহনের ব্যাপারে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে। মন্ত্রণালয়ের অধীনে চারটি অধিদপ্তর যথাক্রমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, নার্সিং সেবা পরিদপ্তর ও ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর নাগরিকদের স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে থাকে।

স্বাধীনতার পর হতে বাংলাদেশ স্বাস্থ্য সেবার উপর প্রভূত কাজ করেছে। সরকার সকল জনগণ বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ নিশ্চিত করার লক্ষে স্বাস্থ্য নীতি প্রণয়নে কাজ করে যাচ্ছে। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও প্রজনন স্বাস্থ্যসহ পরিবার পরিকল্পনার বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে নারী, শিশু ও প্রবীণদের অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শারীরিক, সামাজিক, মানসিক ও আত্মিক সুস্থতার ক্ষেত্রে টেকসই উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা খাত (এইচএনপি) সেক্টরের মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের অধীনে জাতীয় স্বাস্থ্য নীতি, জাতীয় খাদ্য ও পুষ্টি নীতি এবং জাতীয় জনসংখ্যা নীতি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবায় গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রে এনজিও সমূহের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। তারা মূলত: পরিবার পরিকল্পনা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য অধিক্ষেত্রে কাজ করে থাকে। সাম্প্রতিককালে এনজিওসমূহ তাদের সেবার পরিধি বাড়িয়েছে এবং শহরে প্রাথমিক সেবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কাজ করছে।

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাত পুন:গঠনের ক্ষেত্রে ১৯৮২ সালে প্রণীত ঔষধ নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিলো ক্ষতিকর, মূল্যহীন ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বাজার থেকে অপসারণ করা এবং স্বাস্থ্য সেবার

সকল স্তরে প্রয়োজনীয় ঔষধ ন্যায্য মূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। ১৯৮২ সালের জাতীয় ঔষধ নীতি সাফল্যজনকভাবে রূপায়নের ফলে বাংলাদেশে ফার্মাসিউটিকাল খাতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে।
সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) সমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে কিছু সূচক যেমন: শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস, শিশু ও মায়েদের টীকা দেয়া, ভিটামিন ‘এ’-এর ঘাটতি দূরীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে অসাধারণ অর্জন সাধিত হয়েছে। অন্যান্য সুচকসমূহে বাংলাদেশ পিছিয়ে থাকায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমন্বিত প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে।

স্বাস্থ্য সেবায় সাফল্য

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে “জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১”। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি(১) কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি(২) উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তে(৩)। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি(৪) মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেও বেশি জনশক্তি।

প্রাথমিক চিকিৎসা ও পুষ্টিতে এগিয়ে বাংলাদেশ

পুষ্টি, প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও স্বাস্থ্য—এই তিন খাতে বাংলাদেশের উন্নতি হয়েছে। ১৩৩টি দেশের ওপর জরিপ চালিয়ে এ তথ্য জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান ‘সোশাল প্রোগ্রেস ইমপারেটিভ’
প্রতিষ্ঠানটি ‘সোশ্যাল প্রোগ্রেস রিপোর্টে’ জানায়, তাদের জরিপে মোট ১২টি বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর মধ্যে তিনটি বাদে ৯টিতে ভালো করতে না পারায় ৫৭.৭৩ পয়েন্ট নিয়ে ‘স্বল্প সামাজিক অগ্রগতির দেশের’ তালিকায় ১০১তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ।

স্বাস্থ্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্যের স্বীকৃতি আজ বিশ্বব্যাপী: প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, স্বাস্থ্যখাতে সরকারের সাফল্যে আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রাখতে নিরন্তর গবেষণার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, ‘আমি আশা করি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা গবেষণার ক্ষেত্রে আরও তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ধারণ করে সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ ‘সোনার বাংলা’ বিনির্মাণে অবদান রাখবে।’

বাংলাদেশে মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭২ বছর: স্বাস্থ্যমন্ত্রী

স্বাস্থ্যমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম বলেছেন, বাংলাদেশে নারী-পুরুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের মানুষের গড় আয়ু ৭১.৮ বছর।
সংসদে সরকারি দলের সদস্য এম. আবদুল লতিফের এক প্রশ্নের জবাবে আরো বলেন, ‘২০০৫-২০০৬ সালে গড় আয়ু ছিল ৬৫ বছর। বর্তমানে গড় আয়ু ৭১.৮ বছর। এর মধ্যে মহিলাদের ৭৩.১ বছর এবং পুরুষের ৭০.৬ বছর। ’

বাংলাদেশে বিশ্বমানের ওষুধ তৈরী হচ্ছে: স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতি আয়োজিত ‘বাংলাদেশে ওষুধশিল্প: অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ’ শীর্ষক সেমিনারে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক বলেন, বাংলাদেশে তৈরী হচ্ছে বিশ্বমানের ওষুধ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে ৭০ বছরের বেশি হয়েছে। এতে ওষুধশিল্পের অবদান আছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য খাতে একাধিক আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছেন। এর পেছনেও ওষুধশিল্পের অবদান রয়েছে।

সমিতির নেতারা বলেন, দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো এখন বিশ্বমানের ওষুধ উৎপাদন করছে। চাহিদার ৯৮ শতাংশ ওষুধ তৈরি করছে দেশি প্রতিষ্ঠানগুলো। বিশ্বমানের ওষুধ এত কম দামে আর কোথাও পাওয়া যায় না।

স্বাস্থ্যখাতের সাম্প্রতিক অর্জন অনেক দেশের জন্য দৃষ্টান্তস্বরুপ: ডেভিড ন্যাবারো

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং জলবায়ু পরিবর্তন-বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ দূত ডেভিড ন্যাবারো বলেছেন, বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের সাম্প্রতিক অর্জন বিশ্বের অনেক দেশের কাছেই দৃষ্টান্তস্বরুপ।

তিনি ম্যালেরিয়া নির্মূল, ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, হৃদরোগ, নারীদের ক্যান্সার প্রতিরোধের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কর্মসূচির প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের অগ্রগতিতেও সন্তোষ প্রকাশ করেন।

বিএসএমএমইউ বিশ্বসেরার তালিকায়: সিমাগো রিসার্চ

স্পেনের সিমাগো রিসার্চ গ্রুপ পরিচালিত জরিপে বিশ্বের সকল মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৬৪০তম হিসেবে স্থান পেয়েছে বিএসএমএমইউ।

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) ‘বাংলাদেশের মেডিকেল শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রেক্ষিত: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়’শীর্ষক মতবিনিময় সভায় বিএসএমএমইউ ভিসি অধ্যাপক ডা. কামরুল হাসান খান এ তথ্য জানান।

শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট

পোড়া রোগীকে আধুনিক চিকিত্সা সেবা দিতে ‘শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট’র নির্মাণ কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। ২০১৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই এর নির্মাণ শেষ হবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম।

২০০৬ সালের ৬ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজধানীর চাঁনখারপুলে দেশের প্রথম এই বার্ন ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে নির্মাণ কাজের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এক দশমিক ৭ একর জমির ওপর নির্মাণাধীন ১৭ তলা এই হাসপাতাল ভবনটিতে ৫শ শয্যা বিশিষ্ট বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটসহ আধুনিক চিকিত্সা পদ্ধতির সব রকমের সুযোগ-সুবিধার সন্নিবেশ করা।

সায়মা ওয়াজেদকে অটিজম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলকে অটিজম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অটিজম চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখায় তাকে অটিজম চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ড. পুনম ক্ষেত্রপাল বলেন, সায়মা হোসেন নজীরবিহীন উদ্যোগ ও তার ত্যাগের ফলে অটিজম সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের রোগ সম্পর্কে বাংলাদেশসহ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছেন।

১২৭ দেশে যাচ্ছে বাংলাদেশের ওষুধ: স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়

দেশের ওষুধের চাহিদা পূরণ করে ইউরোপের ২৬টি দেশসহ বিশ্বের ১২৭টি রাষ্ট্রে ওষুধ রফতানি করছে বাংলাদেশের ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো।

যেসব কোম্পানির ওষুধের চাহিদা রয়েছে এগুলোর মধ্যে বেক্সিমকো ফার্মা, স্কয়ার ফার্মা, নোভারটিস লিমিটেড, টেকনো ড্রাগস, ইনসেপ্টা ফার্মা, রেনেটা লিমিটেড, এরিস্টো ফার্মা, অপসোনিন, বীকন ফার্মা, ওরিয়ন ফার্মা, এসিআই লিমিটেড, পপুলার ফার্মা, ইবনে সিনা, রেডিয়ান্ট, নভো হেলথ কেয়ার উল্লেখযোগ্য।

স্বাস্থ্য সেবায় বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে ভারত: ল্যান্সেট

যুক্তরাজ্যভিত্তিক মেডিকেল জার্নাল ল্যান্সেটে প্রকাশিত এক গবেষণার মতে, স্বাস্থ্যসেবাখাতে বাংলাদেশের চেয়ে পিছিয়ে ভারত। এতে বলা হয়, বিশ্বের ১৯৫টি দেশের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা খাতে ভারতের অবস্থান ১৫৪তম। অথচ বাংলাদেশ ৫২তম অবস্থানে রয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরেও স্বাস্থ্যসেবায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভারত ব্যর্থ হয়েছে। গত ২৫ বছরে আশানুরুপ স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেনি দেশটি। চীন, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানের চেয়েও ভারতের অবস্থান নিচের দিকে।

‘ডায়রিয়ায় শিশুমৃত্যু কমেছে এক-তৃতীয়াংশ’

২০০৫ এর তুলনায় ২০১৫ সালে ডায়রিয়ার কারণে বিশ্বব্যাপী শিশু মৃত্যুহার এক-তৃতীয়াংশ কমছে। ল্যানসেটের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও বিশুদ্ধ খাবার পানি প্রাপ্তির কারণে এ হার কমেছে। তবে এখনও দুর্বল ও অপুষ্টিতে ভোগা শিশুরা ডায়রিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

গবেষকরা বলছেন, ডায়রিয়ার কারণে মৃত্যুহার ২০ শতাংশের বেশি কমলেও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার হার কমছে ধীরগতিতে। শিশুদের মধ্যে এ রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুহার কমেছে ৩৪ শতাংশ। ২০০৫ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে এ হার কমেছে ১০ শতাংশের কিছু বেশি।